দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 DEC 2005
পৃঃ ১৪ কলাম ১

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুদের জন্য কতটা উপযোগী

শরিফা সুলতানা

> শিক্ষাবিদদের মতে, বর্তমানে আমাদের দেশে শিশুদের জন্য প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি নানা সমস্যায় পূর্ণ। আমাদের দেশে স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার পদ্ধতি যথাযথ নয় এবং তারা ক্লাস নেয়ার ব্যাপারে ততটা মনোযোগীও নয়।

আব্দুস ছাত্তার (৪৫), সরকারি অফিসের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা। চারজনের ছোট পরিবার নিয়ে বাস করেন ঢাকার আজিমপুরের ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে। স্ত্রী দিলরুবা আক্তার গৃহিণী। তাদের বড় মেয়ে স্নিগ্ধা (১৪) অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, আর ছোটটি শান্তা (৯) তৃতীয় শ্রেণীতে। দু'জনই রাজধানীর একটি নামি স্কুলের ছাত্রী। তারপরও বাবা-মা তাদেরকে নিয়মিত কোচিং সেন্টারে পাঠান এবং বাসায় প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন।

দিলরুবা আক্তার বললেন, "আমার স্বামীর ছোট চাকরি। মেয়েদের পড়ালেখার খরচ যোগাতে আমিও ঘরে হাতের কাজ করে কিছু বাড়তি আয় করছি, তবুও তাদের পড়াশুনার খরচ যোগাতে হিমশিম খাচ্ছি।"

স্নিগ্ধা জানায়, "আমি ক্লাসে সবসময় প্রথম হই, কিন্তু আমাদের ক্লাসে প্রতিযোগিতা অনেক বেশি। শুধুমাত্র স্কুলের ক্লাস করে সবসময় সব পড়া ভালভাবে বুঝতে পারি না। তাছাড়া স্কুল থেকে প্রতিদিনই অনেক বাড়ির কাজ দিয়ে দেয়। এসব কারণেই কোচিং করতে হয় এবং প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়তে হয়। তাছাড়া আমাদের ক্লাসের সবারই প্রাইভেট শিক্ষক রয়েছে।"

শিক্ষাবিদদের মতে, বর্তমানে আমাদের দেশে শিশুদের জন্য প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি নানা সমস্যায় পূর্ণ। আমাদের দেশে স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার পদ্ধতি যথাযথ নয় এবং তারা ক্লাস নেয়ার ব্যাপারে ততটা মনোযোগীও নয়। তাছাড়া বেশিরভাগ স্কুলের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নয়। মাঠ নেই, খেলাধুলা পরিবেশ নেই, পর্যাপ্ত খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত টয়লেট নেই, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা নেই, এমনকি তাদের যথেষ্ট আন্তরিকতার অভাব রয়েছে।

ঢাকার লালমাটিয়ার একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড-ওয়ান এর ছাত্র আবিদকে তার স্কুলে খেলার মাঠ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে সে খুব মন খারাপ করে জানায়, তার স্কুলে কোন খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই। আবিদ বলে, "গ্রামে আমার দাদু বাড়ির স্কুলে অনেক বড় খেলার মাঠ আছে। আমার স্কুলে এমন মাঠ থাকলে খুব মজা হতো।" আবিদের মা রায়হানা আক্তার বললেন, "আমার ছেলেকে নিয়ে আমি প্রায়ই খুব চিন্তায় পড়ে যাই। বয়সের তুলনায় তার উপর চাপ অনেক বেশি। সে খেলাধুলার কোন সময়ই পায় না। তার স্কুলে কোন খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই। আবার বাসায় এসেও স্কুলের পড়া তৈরি করতেই সময় চলে যায়। মাঝে মাঝেই সে খুব আনমনা হয়ে থাকে, কথা বলতে চায় না। এ ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললে ডাক্তার চাপ কমিয়ে তাকে একটু খেলাধুলার সুযোগ দেয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আবিদের সবগুলো বিষয়ের পড়া শেষ করে খেলাধুলার জন্য কোন সময় বের করা সম্ভব হয়ে উঠে না।"

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বললেন, "স্কুলগুলোর এই অবস্থা শিশুদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে, তাই স্কুলগুলোকে সুগঠিত ও প্রশস্ত করতে হবে।" তিনি আরো বললেন, "শিশুদেরকে যতটা সম্ভব আনন্দপূর্ণ পরিবেশে ক্লাসের মধ্যেই পড়িয়ে দিতে হবে। তাদেরকে সারাদিন ধরে পড়ার চাপ দেয়া ঠিক হবে না। কারণ শিশুরা খেলাধুলা, বিনোদন সবকিছুর মাধ্যমেই শিখবে।" এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা জানান, "একটি স্কুল অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে কিছু শর্ত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কিছু শর্ত হলো যথেষ্ট আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা, খেলার মাঠ থাকা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা থাকা, অবশ্যই একজন করে শারীরিক শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষক থাকা প্রভৃতি।" তারা আরও জানান, "একটি স্কুল অনুমোদন চাইলে মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা বোর্ডকে মনিটরিং করার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সবকিছু মনিটরিং করে বোর্ডের ইতিবাচক রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়া হয়।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানিয়া রহমান শিক্ষার্থীদের উপর অতিরিক্ত বইয়ের চাপ দেয়া প্রসঙ্গে বললেন, "এখন অনেক স্কুলে শিশুদের একই বিষয়ের জন্য কয়েকটি বই পড়ানো হয়। এতে করে শিশুদের উপর বইয়ের চাপ বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। একই বিষয়ে অনেকগুলো বই না রেখে নির্দিষ্ট একটা মানসম্মত বই ফলো করা উচিত।"

শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার এ প্রসঙ্গে বললেন, "শিক্ষা বোর্ড থেকে যে টেক্সট দেয়া হয় তা গবেষণামূলক। স্কুলগুলো নিজস্ব উদ্যোগে বাড়তি বইয়ের ব্যবস্থা করে থাকে, এটা নিয়মসম্মত নয়। প্রয়োজনে আরও গবেষণার মাধ্যমে বোর্ডের বইগুলোর মান উন্নয়ন করা যেতে পারে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম ভাল স্কুলে পড়ার পরও শিক্ষার্থীদের কোচিং বা প্রাইভেট টিউটরের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গে বললেন, "আমাদের দেশের স্কুলগুলোর একটি প্রধান সমস্যা হলো ক্লাসরুমে শুধুমাত্র লেকচার বা আলোচনা পদ্ধতি ফলো করা। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে সঠিকভাবে পড়া বুঝতে পারে না, শরণাপন্ন হয় কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউটরের। কিন্তু শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রয়েছে আলোচনা, লেকচার, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, টিম টিচিং, দলীয় কাজ ইত্যাদি নানা পদ্ধতি। একজন শিক্ষক উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোর অনেকগুলোর সমন্বয় করে অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয়।"

সৈয়দা তাহমিনা আক্তার বললেন, "শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সহায়িকা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ শিক্ষক কোন ধরনের প্রস্তুতি ছাড়াই এবং কোন প্রকার পাঠ পরিকল্পনা না নিয়েই ক্লাসে উপস্থিত হন। এতে করে শিক্ষকরা ক্লাসে ভাল পড়াতে পারছেন না। তাছাড়া তাদের যথেষ্ট ট্রেনিং নেই, মূল্যায়নের উপরও কোন ধারণা নেই।"

শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি আরো বললেন, "বর্তমানে শিশুদেরকে নির্দিষ্ট সংখ্যক পড়া মুখস্থ করানো হয় এবং তার ভিত্তিতেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। শিশুদের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এমন বিষয় ক্লাসে বেশি বেশি অনুশীলন করানো উচিত এবং পরীক্ষায় সে ধরনের প্রশ্নপত্র করা উচিত।"

মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক দিলরুবা আফরোজ বললেন, "শিশুদের জন্য অবশ্যই স্কুলগুলোতে একটি মানসম্মত পরিবেশ না থাকলে তা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করবে। আর শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যথাযথ না হলে আমরা তাদের কাছ থেকে পরবর্তীতে ভাল ফলাফল আশা করতে পারি না।"

তিনি আরো বললেন, "শিশুদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষকদের শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর এজন্য শিক্ষকদেরকে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে এবং শিক্ষক নিয়োগের সময় এ পেশায় তাদের আগ্রহ কতটুকু তা দেখতে হবে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নিতে হবে। এছাড়া স্কুলে একজন শিশু মনোবিজ্ঞানী বা উপদেষ্টা রাখা যেতে পারে।" একাধিক শিশু বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ জানান, "শিশুদেরকে স্কুলে বা বাসায় কোনভাবেই অতিরিক্ত শাসন করা যাবে না। তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ আদায় করতে হলে তাদের প্রতিটি কাজের ভাল দিকগুলোকে মূল্যায়ন ও পুরস্কৃত করতে হবে। সেই সাথে শিশুর শিক্ষা পদ্ধতির আত সংস্কারসহ এটাকে যুগোপযোগী করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে।"

-নিউজ নেটওয়ার্ক